দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... DEC. 1 1 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৪

107

শেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব ॥ পরীক্ষা বাতিলের দাবি

শেরপুর, ১০ ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা) ॥ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষিকা নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় শেরপুরে নকলের মহোৎসব ঘটেছে। শুক্রবার জেলা সদরের ৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ কেন্দ্রে নকলের উৎসব চলে পরীক্ষার শুরু থেকেই। এর পেছনে ছিল প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সহায়তা। ফলে এই কেন্দ্রের নিরীহ পরীক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকরা পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

শুক্রবার সকাল দশটা থেকে শহরের ৫টি কেন্দ্রে সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা শুরু হলেও বিশৃঙ্খল অবস্থার কারণে শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজ কেন্দ্রে প্রায় আধা ঘন্টা দেরিতে পরীক্ষা শুরু হয়। এই কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একশ্রেণীর নেতাকর্মী কেন্দ্রে প্রবেশ করে প্রশ্নপত্র বের করে নিয়ে আসে। তারা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও শিক্ষকদের সহায়তায় অবাধে পরীক্ষার্থীদেরকে নকল সরবরাহ করে। মহিলা কলেজের ক্যান্টিনের ভিতরে বসে শহরের দু'টি স্কুলের ইংরেজী শিক্ষককে পুরো দেড় ঘন্টা প্রশ্নের উত্তর লিখে সরবরাহ করতে দেখা গেছে। এই কেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষেই নকলের মহোৎসব চলে। বিজ্ঞান ভবনের একটি কক্ষে শহরের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার আত্মীয়স্বজনকে কর্তব্যরত একজন ইংরেজী শিক্ষক নিজেই সব কারেক্ট করে দিয়েছেন। এছাড়া এখানে বহিরাগতরা অনেকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে স্বহস্তে খাতা পর্যন্ত লিখে দিয়েছে।

সকাল ১১টার দিকে বহিরাগতরা কলেজের গেট জোরপূর্বক খুলে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেই দুর্দান্ত দাপটের সাথে হলে প্রবেশ করে। বেলা ১২টার দিকে স্থানীয় সাংবাদিকরা এই পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে নকলের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সময় বিজ্ঞান ভবনের ৩য় তলায় ভুয়া সাংবাদিক পরিচয়ধারী শাজাহান আলী নামে এক ব্যক্তিকে পরীক্ষার্থীর খাতা লিখে দিতে দেখা গেলে স্থানীয় সাংবাদিকরা তাকে চ্যালেঞ্জ করলে পরে সে নিজেকে জামালপুর জেলা তথ্য অফিসের কর্মচারী হিসাবে আইডি কার্ড দেখায়। তাকে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদ ইস্কান্দরের নিকট সোপর্দ করা হলে কতিপয় যুবকের সুপারিশে ছেড়ে দেয়া হয়। পরে জানা যায়, প্রশাসনের কোন এক কর্মকর্তার সে নিকটাত্মীয়।

অন্যের পরীক্ষা দিতে গিয়ে শ্রীঘরে

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, পটুয়াখালী শহরের পিটিআই পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সহকারী শিক্ষক পদে ২ জন পরীক্ষার্থী অপরের হয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ধরা পড়ে এখন শ্রীঘরে। শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, পটুয়াখালীসহ সারা দেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শূন্য শিক্ষক পদে লিখিত পরীক্ষা ছিল। স্থানীয় পিটিআই পরীক্ষা কেন্দ্রে মোঃ আনিসুর রহমান (রোল-৩৬৬৪) এবং মোঃ শহীদুল ইসলাম (রোল-৩৬৬৫) সহকারী শিক্ষক পদে পরীক্ষা দিতে গিয়ে অপরের নামে পরীক্ষা দেয়ার সময় উক্ত কেন্দ্রের পরিদর্শকের নিকট ধরা পড়ে। পরিদর্শক এ ঘটনা উক্ত কেন্দ্রের কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রকাশ কররে উভয় পরীক্ষার্থীকে থানায় সোপর্দ করা হয়।

শুক্রবার পটুয়াখালী শহরের ১১টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৪ হাজার ৫শ ৩ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।